সাম্প্রতিকালে সুন্দরবনে তেল ট্যাংকার ডুবি সংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলন

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা,

আপনারা অবগত আছেন যে, বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনে তেলবাহী ট্যাংকার ডুবির ফলে পরিবেশ বিপর্যয়ের সুষ্ঠু তদন্তের লক্ষ্যে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি গত সোমবার ২২শে ডিসেম্বর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। কমিটির আহবায়ক বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, বীরবিক্রম এর নেতৃত্বে দলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম মনজু, খুলনা সিটি করপোরেশনের মেয়র মনিরুজ্জামান মনি, খুলনা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম মনা, সেভ দ্যা সুন্দরবন চেয়ারম্যান ড. শেখ ফরিদুল ইসলাম, বাগেরহাট জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ সালাম ও বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম চেয়ারম্যান কামরুল ইসলাম চৌধুরী ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবন এলাকার স্হানীয় জনগণের সাথে মত বিনিময় করেন। উল্লেখ্য কমিটির কয়েকজন সদস্য দূর্ঘটনার পর পরই পরিবেশ বিশেষজ্ঞসহ কয়েক দফা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং সপ্তাহব্যাপী অনুসন্ধান তৎপরতা পরিচালনা করেন।

দূর্ঘটনার বিবরণ:

গত ৯ই ডিসেম্বর ২০১৪, মঙ্গলবার ভোরে পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা ও চাঁদপাই রেঞ্জের মধ্যবর্তী শেলা নদীর মৃগামারী এলাকায় তিন লাখ ৫৭ হাজার ৬৬৪ লিটার ফার্নেস ওয়েল নিয়ে "ওটি সাউদার্ন ষ্টার-৭" নামে একটি ট্যাংকার ডুবে যায়। ভোর ৭টার দিকে "এমটি টোটাল" নামে একটি তেলের ট্যাংকার খুলনা থেকে চট্রগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে ওটি সাউদার্ন ষ্টার-৭ এর সাথে সংঘর্ষ হয় এবং ওটি সাউদার্ন ষ্টার-৭ ডুবে যায়। ফলে ট্যাংকারের বিপুল পরিমান তেল শেলা চ্যানেল হয়ে সুন্দরবনের বিস্তীর্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

সুন্দরবন দূষণ:

সরকারের পক্ষ থেকে তেল অপসরণের লক্ষে ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে শেলা, পশুর, বলেশ্বর নদী ও সংলগ্ন অসংখ্য খালের ভিতর তেল ঢুকে পড়ে যা সুন্দরবনের বৃক্ষরাজী, মৎস্য সম্পদ ও জীব বৈচিত্র্যের জন্য মারাত্বক হুমকি স্বরূপ। বিশেষ করে সুন্দরবনের শ্বাসমূলের উপরিভাগে এক থেকে দেড় মিলি মিটার তেলের আস্তরন গাছের জন্য অত্যন্ত বিপদজনক। তেলযুক্ত পানি বনসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও প্রতিবেশের মারাত্বক ক্ষতি সাধন করছে। বিরল প্রজাতির ইরাবতী ডলফিনের অভয়ারন্যও হুমকির সন্মুখীন হয়ে পড়েছে। সুন্দরবনের উপর নির্ভশীল লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকার উপর এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ার আশংকা রয়েছে। বনবিভাগ প্রাথমিকভাবে ১০০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ মামলা করলেও অনেকের ধারনা ক্ষতি ৫০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। তবে পরিবেশবাদীদের মতে সুন্দরবনের প্রানবৈচিত্র্যের ক্ষতি অপূরণীয় যা টাকার অংকে পরিমাপ করা যাবে না।

সরকারের উদাসীনতা ও দায়িত্বে অবহেলা :

এ দূর্ঘটনার মাধম্যে জনমনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে যে বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন রক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার সম্পূর্ন উদাসীন, নৌপথ এবং অভয়ারন্য রক্ষার ক্ষেত্রে কোন সমন্বিত নীতিমালা নেই। জাহাজ ডুবির পর বনবিভাগ ও নৌপরিবহন মন্ত্রনালয়ের বিপরীতমূখী বক্তব্যের ফলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের চরম অদক্ষতা ও পারস্পরিক অসহযোগিতা দৃশ্যমান হয়েছে। ট্যাংকার ডুবির ৪৮ ঘন্টা পরেও সরকারের পক্ষ থেকে কোন উদ্ধার কার্যক্রম ও জরুরী ভিত্তিতে তেল অপসারনের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফলে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শ্বাসমূলীয়বন ও রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল সুন্দরবনের উপর নেমে আসে মহাবিপর্যয়। এ দূঃখজনক দূঘটনার তিন দিন পর

নৌমন্ত্রী জনাব শাহজাহান খান ১২ই ডিসেম্বর ঘটনাস্হল পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের জানান যে জাহাজ থেকে তেল নিঃসরণের কারণে সুন্দরবনের তেমন ক্ষতি হবে না। প্রধানমন্ত্রী ঘটনার পরবর্তী ৬ দিন নিরব থাকার পর ১৫ই ডিসেম্বর খুলনার বিভাগীয় কমিশনারের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে সুন্দরবনে তেল দূষণ কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণের নির্দেশ দেন। কিন্তু সরজমিনে পরিদর্শনকালে এ নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কোন পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি। দূর্ঘটনার অবব্যহিত পরে নৌবাহিনী কিংবা কোষ্ট গার্ডকে তেল অপসরনের কাজে নিয়োগ করা হলে ক্ষতি অনেকটা কমিয়ে আনা যেত।

তেল অপসারনে স্থানীয় উদ্যোগঃ

চারদিকে বিষাক্ত তেল ছড়িয়ে পড়লে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল আতংকিত জনগণ নিজ উদ্যোগে তেল অপসারনের কাজ শুরু করে। পরে বনবিভাগ সংগৃহীত তেল বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের কাছে বিক্রির ব্যবস্হা করে। পরিদর্শনকালে স্থানীয় জনগন জানান যে বনের অভ্যন্তরে এবং নদীতে ছড়িয়ে পড়া তেল সামান্য পরিমানই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

ওটি সাউদার্ন ষ্টার-৭ ইতিবৃত্তঃ

অনুসন্ধানে জানা যায়, "ওটি সাউদার্ন ষ্টার-৭" আসলে ছিল বালু ও পাথর টানার জীর্ণ কার্গো জাহাজ। বালু ও অনান্য মালামল পরিবহনের জন্য নিয়োজিত একটি সাধারণ কার্গো জাহাজকে তেলের ট্যাংকারে রূপান্তরিত করা হয়েছে যেটি তেল বহনের অনুপযুক্ত। এর কোন ফিটনেস সার্টিফিকেট ছিল না এবং এটি অবৈধ রুটে বেআইনি ভাবে তেল পরিবহনে নিয়োজিত ছিল। এ ক্ষেত্রে সরকারের নিস্ক্রিয়তা অমার্জনীয়। এই জাহাজটি প্রায়শঃ খুলনা থেকে তেল নিয়ে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে নিষিদ্ধ রুটে অবৈধভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে পৌছে দিতো। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের গাফিলাতিই এই দূর্ঘটনার প্রধান কারণ। স্হানীয় লোকজনের অভিমত, জাহাজের মাষ্টারের নিঁখোজ হওয়া এবং মৃত্যু রহস্যজনক, এ ব্যপারে নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন।

ঘষিয়াখালী-মংলা আন্তর্জাতিক নৌ চ্যানেলঃ

পলি পড়ে ঘষিয়াখালী-মংলা আন্তর্জাতিক নৌ চ্যানেলটি ২০১১ সালের এপ্রিলে বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৪ সালের মাঝামাঝি পুনরায় খনন কাজ শুরু হয় কিন্তু গত কয়েকমাসে কাজের কোন অগ্রগতি হয়নি। ১ কোটি ঘনমিটার মাটি কাটার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করলেও প্রায় ৬ মাসে মাত্র ৭ লাখ ঘনমিটার মাটি কাটা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। সুন্দরবনের পরিবেশও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য এ চ্যানেলের নাব্যতা ফিরিয়ে আনা অপরিহার্য, কিন্তু সরকার এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ঘষিয়াখালী-মংলা চ্যানেল বন্ধ হওয়ার পর নৌপরিবহন মন্ত্রনালয় সুন্দরবনের ভিতর শেলা নদী দিয়ে বলেশ্বর-জয়মনিকে বিকল্প রুট হিসাবে ব্যবহার শুরু করে। নৌযান সমূহ প্রায় চার বছর ধরে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকেই চলছে। বন বিভাগের আপত্তি বারংবার উপেক্ষিত হয়েছে। ইউনেসকো, পরিবেশবাদী সংগঠনসমূহ এ বিষয়ে সর্তক করলেও সরকার তা আমলে নেয়নি। তেলবাহী জাহাজ ডুবির পর সাময়িকভাবে নৌযান চলাচল বন্ধ হলেও আবার চালু করার পায়তারা চলছে।

আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর প্রশাসনের সহায়তায় একশ্রেণীর দখলবাজ বড় বড় খালগুলো দখল করে চিংড়ী ঘের বানিজ্য শুরু করে। ফলে নদীর পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং পলি মাটি পড়ে ভরাট হয়ে যায় ঘষিয়াখালী-মংলা চ্যানেল।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা,

কমিটির সুপারিশ সমূহ নিম্নরূপ:

১. বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন সুরক্ষার জন্য শেলা নদী ও সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে সকল নৌযান চলাচল স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হবে।
২. অবিলম্বে ঘষিয়াখালী-মংলা চ্যানেল চালু করতে হবে। চ্যানেলের নাব্যতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দখল হয়ে যাওয়া খাল সমূহে অবৈধভাবে নির্মিত বাঁধ অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে।
৩. সুন্দরবনের ২৫ কিঃ মিটারের মধ্যে কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদুৎ কেন্দ্র, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পসহ কোন লাল শ্রেণীর শিল্প স্থাপন করা যাবে না।
৪. তেলবাহী ট্যাংকার ডুবির জন্য দায়ী ব্যক্তিদেরকে বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্হা ও ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে।
৫. নৌপথে টহল জোরদার, অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করে সুন্দরবনের নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে।
৬. সুন্দরবন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্হা সমূহের কার্য্যক্রম নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রনয়ন প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুন্দরবনের সুষ্ঠ ব্যবস্হাপনার লক্ষে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রনালয় গঠন করেছে।

মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, বীরবিক্রম
আহবায়ক, তদন্ত কমিটি